আকাশ পানে চেয়ে আমি ভাবি মনে মনে

আকাশ পানে চেয়ে আমি ভাবি মনে মনে -
হলেম না কেন চিল, কেন উড়তে পারি নে,
কেন আমায়, হে বিধি, দাও নি ডানা দুটি?
উড়ে যেতেম নীলাকাশে ছেড়ে ক্ষেত-মাটি।

পেরিয়ে মেঘ, উড়ি দূরে, ভুবন হয়ে পার,
সুখের খোঁজে ফিরি, বুকে বেঁধে দুখের ভার,
দয়ার ডালি ভিক্ষা মাগি রবি তারার কাছে,
ঘুচবে ব্যথা এমন আলো তাদেরই যে আছে।

ছোট থেকে সয়েছি নিয়তির হেলাফেলা,
হলাম তারই দাস, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলা;
সকলের কাছে পর, নেইকো আপন কিছু
কে বা করে স্নেহ, আমি অনাথ পরশিশু?

ভগ্ন প্রেমে না জেনেছি আদর কারে কয়,
নিশানহারা এ জীবন করি অপচয়,
দুখের সাগরে ডুবে বুঝি, আছে শুধু ঐ -
সূদূর দূর ঘন নীল – সেখানে আমার ঠাঁই।

জটিল ভুবনে বাড়ে যত বেদনা প্রবল, -
আকাশের দিকে চেয়ে পাই প্রাণবল!
ক্ষণিকের তরে ভুলি, অনাথ যে আমি,
কল্পনার ফানুস ভাসে ঊর্দ্ধগামী।

থাকত যদি দু খানা, চিলের মত ডানা,
ভূমি ছেড়ে পেতাম নীড়, নবীন আস্তানা
দুরন্ত চিল হয়ে ঝাঁপিয়ে শূণ্যের কোলে
জগত ছাড়ি চিরতরে মেঘের আড়ালে!

মিহাইলো পেত্রেঙ্কো, ১৮৪১ সাল।

কবিতাটির ১৭৫-তম বার্ষিকী উপলক্ষে মূল ইউক্রেনীয় থেকে বাংলা অনুবাদ ড. মৃদুলা ঘোষ।

Михайло Петренко, 1841 р.

До 175-річчя віршу - переклад бенгальською мовою з оригіналу Мрідули Гош

Опудіковано у книзі «Дивлюся на небо та й думку гадаю» в перекладах мовами світу / Упорядники Є. В. Букет, О. Є. Петренко. — Житомир: ФОП Євенок О. О., 2017. — 112 с. — (Бібліотека газети «Культура і життя»). বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের স্মারক সংকলনে ২০১৭ সালে প্রকাশিত।